

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

9055 - কোন আলমেরে স্মরণসভা উদযাপন

প্রশ্ন

কোন আলমেরে মৃত্যুর শততম দিনি কথিবা চল্লিশিতম দিনি (চল্লিশি) উদযাপনেরে হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কোন কোন মুসলমি সমাজে নতুন যবে বদিাত শুরু হয়ছে সটেই হল মৃতব্যক্তির মৃত্যুবার্ষিকী পালন; বিশেষতঃ আলমেদরে। যবে আলমেরে স্মরণসভা হিসেবে এটি উদযাপতি হয় সবে আলমে যদেনি মারা গছেনে সদেনি এটি পালতি হয়। সবে আলমেরে মৃত্যুর এক বছর কথিবা ততোধিক সময় পরেও এটি উদযাপতি হয়।

ব্যক্তভিদে এর উদযাপনে কিছুটা পার্থক্য থাকে; যাকে কনেদ্র করে এটি উদযাপতি হছে তনি যদি সাধারণ কোন মানুষ হন কথিবা জাহলে হওয়া সত্তবেও ইলমেরে সাথে কিছু সম্পর্ক ছিল এমন কটে হন— তাহলে তার মৃত্যুর চল্লিশদিন পর তার পরিবারে লোকরো একটি স্মরণসভা উদযাপন করে। এটাকে চল্লিশি বলা হয়। এ উপলক্ষে তারা বিশেষে কিছু তাবুতে কথিবা মৃতরে বাড়ীতে লোক সমাগম করে। কুরআন তলোওয়াতরে জন্য কিছু মানুষ হায়রি হয়। বয়রে ভোজানুষ্ঠানেরে মত তারা একটা ভোজরে আয়োজন করে। উজ্জ্বল আলো ও কামেল কার্পটে দিয়ে স্থানটিকে সজ্জতি করে। এভাবে তারা বিপুল অর্থ ব্যয় করে। এর পছনে উদ্দেশ্য থাকে গটৌব করা ও প্রদর্শনছেছা। এটি হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহে নই। যহেতু এর মাধ্যমে মৃতব্যক্তির সম্পদ এমন অসঠকি খাতে নষ্ট করা হয়। এতে মৃতব্যক্তির কোন লাভ হয় না; বরং মৃতরে পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এভাবে ওয়ারশিদরে মধ্যে অপ্ৰাপ্ত বয়স্ক কটে না থাকলেও এর দ্বারা তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর যদি অপ্ৰাপ্ত বয়স্ক কটে থাকে তাহলে ক্ষতির মাত্রা চিন্তা করুন!! কখনও কখনও তারা এসব করতে গিয়ে সুদরে উপর ঋণ নিয়ে। আমরা আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে তঁর কাছে আশ্রয় চাছছি। [আল-ইবদা' (পৃষ্ঠা-২২৮)]

ইবনুল কাইয়্যমে জাওয়যিয়া (রহঃ) বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে আদর্শ ছিলি মৃত ব্যক্তির পরিবারে প্রতীসমবেদনা প্রকাশ করা। তঁর আদর্শরে মধ্যে এটি ছিলি না যবে, সমবেদনা জানানোর জন্য সমবেত হওয়া, কুরআনখানি করা; না কবররে কাছে আর না অন্য কোন স্থানে। এ সবকিছু নবঘটতি গ্রহতি বদিআত।” [যাদুল মাআ'দ (১/৫২৭)]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আলী মাহফুয (রহঃ) বলেন: “বর্তমানের মানুষ সমবেদনা জ্ঞাপনকারীদের জন্য যত খাবারের আয়োজন করে, মাতমের রাতগুলোর পছন্দে যত অর্থ ব্যয় করে এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট জুমার রাতগুলো ও চল্লিশার রাতগুলোর পছন্দে যত অর্থ ব্যয় করে এ সবগুলো নিব্বতি বদিআত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সলফে সালহীন যত আদর্শের উপরে ছিলেন সটোর পরপিন্থী।” [আল-ইবদা’ (পৃষ্ঠা-২৩০)]

তাই এ উদযাপন নবঘটতি বদিআত। এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত নয়। তাঁর সাহাবীবর্গ থেকে বর্ণিত নয়। নব্বেকার পূর্বসূরদের থেকেও বর্ণিত নয়। সুন্নাহ হচ্চে মৃতব্যক্তির পরিবারের জন্য খাবার প্রস্তুত করা এবং তাদের জন্য খাবার পাঠানো। এমনটাই যত, তারা খাবার প্রস্তুত করবে এবং সে খাবার খাওয়ার জন্য মানুষকে নিমন্ত্রণ করবে। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যখন জাফর বনি আবু তালবেরে মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছিল তখন তিনি বললেন: “তোমরা জাফর পরিবারের জন্য খাবার প্রস্তুত কর। কারণ তাদের এমন বপিদ ঘটছে যা তাদেরকে সটো প্রস্তুত করা থেকে ব্যস্ত রাখবে।” [মুসনাদে আহমাদ (১/২০৫), সুন্নাহে আবু দাউদ, আল-জানায়যে অধ্যায় (৩/৪৯৭, হাদিস নং ৩১৩২), সুন্নাহে তিরমিযি, আল-জানায়যে পরিচ্ছদেসমূহ (২/২৩৪, হাদিস নং ১০০৩) তিরমিযি বলেন: হাসান হাদিস, সুন্নাহে ইবনে মাজাহ (১/৫১৪, হাদিস নং ১৬১০) এবং মুস্তাদরকে হাকমে, আল-জানায়যে অধ্যায় (১/৩৭২), হাকমে বলেন: হাদিসটির সনদ সহিহ; কনিতু বুখারী ও মুসলিম এটি সংকলন করেননি, ইমাম যাহাবী এক্ষত্রে তার সাথে একমত পোষণ করছেন]

জারীর বনি আব্দুল্লাহ আল-বাজালি বলেন: “মৃতের পরিবারের সমবেতে হওয়া এবং তারা খাবার প্রস্তুত করাকে আমরা (নিষিদ্ধ) নয়িহা হিসেবে গণ্য করতাম।” [সুন্নাহে ইবনে মাজাহ, কতিবুল জানায়যে (১/৫১৪, নং ১৬১২)। আল-বুছরি ‘যাওয়দে ইবনে মাজাহ’ গ্রন্থে (২/৫৩) বলেন: ‘এটি একটি সহিহ সনদ। প্রথম সনদের রাবীগণ ইমাম বুখারীর শর্তে উত্তীর্ণ। আর দ্বিতীয় সনদের রাবীগণ ইমাম মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ। [সমাপ্ত]

আর যদি যার উপলক্ষে স্মরণসভার আয়োজন করা হয় তিনি কোন আলমে হন তাহলে সটো তার মৃত্যুর এক বছর পর কথিবা নিব্বতি কছি বছর পর তার মৃত্যুদবিসে উদযাপন করা হয়। কছি গবেষককে তার জীবনী, তার ব্যক্তিত্ব ও তার গ্রন্থায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণাপত্র প্রস্তুত করার দায়িত্ব দেয়া হয় এবং এ অনুষ্ঠানে সেগুলো উপস্থাপন করা হয় এবং এরপর বই আকারে ছাপা হয় কথিবা গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো ছাপা হয়। অতঃপর সেগুলো ফর বিতরণ করা হয় কথিবা বাজারে সরবরাহ করা হয়। এ সবকছি তাদের দাবী অনুযায়ী তার স্মরণকে পুনর্জীবিত রাখা, ইলম প্রচার ও লখোলখেতি তার অবদানকে তুলে ধরার নিমিত্তে।

আর যদি যার উপলক্ষে স্মরণসভার আয়োজন করা হয় তিনি কোন রাজা, বাদশাহ কথিবা রাষ্ট্রনায়ক হন তখন এ উপলক্ষে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

সভার আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে বড় ব্যক্তিবর্গ তার শাসনামলে তার কীর্তিও অবদান নিয়ে আলোচনা করেন এবং হয়তোবা এ উপলক্ষকে কেন্দ্র করে তার সম্পর্কে কিছু বইও প্রকাশিত হয়।

আবার কিছু কিছু মানুষ তার কবরে গিয়ে ফুল দিয়ে, তার রুহরে উপর ফাতহা পাঠ করে। এ সবকিছু বদিআত। এর সপক্ষে আল্লাহ কোন দলিল নাযলি করেননি।

কোন আলমে বই প্রচার করা, তাদের জীবনী নিয়ে লেখালেখি করা, তাদের গ্রন্থ রচনার পদ্ধতি আলোচনা করা, তাদের বইগুলো ছাপানোতে কোন দোষ নাই। বরং এটাই হওয়া উচিত; যদি তিনি সের মর্যাদা পাওয়ার হকদার হন। কিন্তু এর জন্য কোন একটি সময়কে নির্দিষ্ট করা যাবে না। এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা ইত্যাদি এর সাথে যুক্ত হতে পারবে না। একই কথা রাজা বাদশাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

আলমে-উলামা, শাসকবর্গ ও কিছু সাধারণ মানুষের সৌজন্যে স্মরণসভা উদযাপন এটা নিবঘটিত বদিআত। কারো নিন্দিত হওয়ার জন্য এমন উদযাপনই যথেষ্ট।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চয়ে অধিক জ্ঞানবান, তাঁর চয়ে দাওয়াতের উত্তম পদ্ধতি অবলম্বনকারী, কথিবা তাঁর চয়ে উত্তম সম্মান ও মর্যাদাধারী আর কউ নাই। তিনি হচ্ছনে সৃষ্টিকুলের সবচয়ে উত্তম ব্যক্তি। তা সত্ববে সাহাবায়েরে কেরোম তাঁর স্মরণসভার আয়োজন করেনি। অথচ সাহাবায়েরে কেরোম তাঁকে যভাবে ভালবসেছেন এমন ভালবাসা কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে ভালবাসা সম্ভবপর নয়। আর না তাবয়ীনেরা করছেন, না সলফে সালহীনেরা কউ করছেন। যদি এটা নিকীর কাজ হত তাহলে অবশ্যই তাঁরা এ কাজে আমাদরে চয়ে বেশি অগ্রগামী হতনে।

আলমেদেরে সম্মান তাদের স্মরণসভা পালন করার মাধ্যমে নয়; বরং তারা যা লখিছেন ও রচনা করছেন সে সব জ্ঞান থেকে উপকৃত হওয়ার মাধ্যমে, সেগুলো প্রচার করা, অধ্যয়ন করা, ব্যাখ্যা করা, টীকা-টীপ্পনী লখা ইত্যাদির মাধ্যমে।

উল্লেখিত বিষয়গুলো তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যদি তারা এর হকদার হন; সালাফী সহহি মানহাজে চলার কারণে এবং ভ্রান্ত ফরিকাগুলো থেকে দূরে থাকা কথিবা পাশ্চাত্যেরে দ্বারা প্রভাবিত হওয়া ইত্যাদি থেকে বঁচে থাকার কারণে।

সলফে সালহীন আলমেগণ এবং তাদের পরে যে সব আলমেগণ এসছেন তারা এখনও স্মরণীয় হয়ে আছেন, তাদের রোয়ায়তেগুলো সংরক্ষিত আছে, তারা মানুষেরে কাছ যে ইলম প্রচার করছেন সেগুলোও সংরক্ষিত আছে। আলমে মারা যান, দুনিয়া ছড়ে চলে যান; কিন্তু তাঁর ইলম থেকে যায় এবং মানুষ প্রজন্মেরে পর প্রজন্ম সেরে ইলমগুলো একে অপরেরে কাছ থেকে গ্রহণ করে।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

যহেতু মানুষ তাদের ইলম থেকে উপকৃত হয় তখন তারা তাদের প্রতি রহমতের দোয়া করে, তাদেরকে সওয়াব ও প্রতিদিন দায়ের জন্য প্রার্থনা করে। তাদেরকে স্মরণীয় করার এটাই সবচেয়ে বড় মাধ্যম।

পক্ষান্তরে, তাদের স্মরণে সভা করা, তাদের খানকা ও রখে যাওয়া জনিসিপত্র দিয়ে বরকত হাছলি করা কিংবা তাদের কবররে চতুর্দিকে তাওয়াফ করা— এগুলো সব বদিআত। এর কোন কোনটা শরিকের পর্যায়ে পৌঁছতে পারে। আমরা শরিক থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

যদি এ সকল আলমেগণ (যাদের স্মরণে সভা করা হচ্ছে ও যাদের খানকার বরকত নয়ো হচ্ছে) জীবতি থাকতনে তারা এসব কর্মে বাধা দতিনে।

কিন্তু, কিছু মানুষকে তার কুপ্রবৃত্তি ও শয়তান বপিথগামী করছে। যারা দুনিয়ার ভোগেরে জন্য কিংবা কোন পদ পয়ে মানুষেরে নতেত্ব দায়ের জন্য বদিআতেরে আহ্বানকারী। তারা পা পছিলে বদিআতেরে গোলকাধাঁধার ভেতরে পড়ে গছনে; যা থেকে তাদের মুক্তি নাই; যদি না তারা আল্লাহর কতিব, রাসুলেরে সুনাহর দিকে ফরিরে আসে। এ দুটোর গণ্ডতি এবং আলমেগণ য়ে সব বিষয়ে ইজমা করছনে সগেলোতে সীমাবদ্ধ থাকে, আর নবঘটতি বদিাতগুলোকে বর্জন করে; য়ে বদিাতগুলো সত্গতভাবে মন্দ এবং এর চয়ে জঘন্য মন্দ ও মহা বপিদেরে দিকে ধাবতি করে।

আমরা আমাদরে জন্য ও তাদের জন্য আল্লাহর কাছে সরিতুল মুস্তাকীমেরে হদোয়তে লাভরে প্রার্থনা করছি। নবীগণ, সদ্দিকিগণ, শূহাদাগণ ও সালহীনগণেরে পথ আল্লাহ্ যাদেরে প্রতি অনুগ্রহ করছনে। আরও প্রার্থনা করছি তিনি যনে, আমাদরেকে তাদের পথ থেকে দূরে রাখনে যাদেরে প্রতি তিনি রাগান্বতি হয়ছনে কিংবা তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট। নশ্চয় তিনি সব্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।